২৫১

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL - 4 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩......

ভুয়া মাদ্রাসা ❑ কুড়িগ্রামের মাঠচিত্র

# ছাত্রছাত্রী তো দূরের কথা, ঘর চেয়ার টেবিল কিছুই নেই

ঝালকাঠি জেলার রাজাপুরে এসহাকাবাদ হোসাইনিয়া আলিম মাদ্রাসা এটি। দুটি ঘরে একটি টিনের ছাউনি, বেড়া নেই বললেই চলে, আরেকটি গোলপাতার ছাউনি, পাটখড়ির বেড়া। শিক্ষক-কর্মচারী ১৭ জন। বছরে ৩ থেকে ৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয় যদিও ছাত্র দেখানো হয়েছে ২৯০ জন।

॥ রাশেদ আহমেদ ॥

কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর থানার বিভিন্ন মাদ্রাসার তদন্ত রিপোর্ট দেখলে অবাক হতে হয়। এ থানায় অবস্থিত ৩৮টি মাদ্রাসা পরিদর্শন করে একটিও সুষ্ঠুভাবে ও নীতিমালা মেনে পরিচালিত হওয়ার নজির পাওয়া যায়নি। তদন্ত কমিটি উল্লিখিত ৩৮টি মাদ্রাসারই স্বীকৃতি ও অনুদান বন্ধের সুপারিশ করেছে। মাদ্রাসাগুলোর সার্বিক চিত্র হচ্ছে, ছাত্রছাত্রী তো দূরের কথা কোন কোনটির চেয়ার-টেবিল ও আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই। কোনটির জায়গা আছে ঘর নেই, বেশ কয়েকটি শুধু সাইনবোর্ড সর্বস্ব আবার কতোগুলোর তাও নেই। ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে উলিপুর থানার মাদ্রাসাগুলো তদন্ত করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তৎকালীন উপ-পরিচালক মোঃ খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে ৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি। কমিটি ঐ

ভুয়া ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

## ভুয়া ঃ মাদ্রাসা

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

মাসেই রিপোর্ট দেয়। কমিটির রিপোর্ট ছিল এরকম ঃ থেতরাই ইউনিয়নের হোগডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসাটি ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। কোন ছাত্রছাত্রী নেই। ২টি টিনের চালাযুক্ত ঘর আছে, বেড়া নেই, আসবাবপত্র নেই। ১৯৯৪, '৯৫, '৯৬ সালের পরীক্ষার্থী ও ফলাফলের কোন রেকর্ড নেই। পরিদর্শনের সময় কোন শিক্ষকের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। একজন স্থানীয় ব্যক্তির বক্তব্য অনুযায়ী মাদ্রাসাটিতে কোন ক্লাস হয় না, শিক্ষকরা অন্য কাজে নিয়োজিত।

একই ইউনিয়নের পাতিলাপুর দাখিল মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারী কারো হদিস পাওয়া যায়নি। মাদ্রাসাটি আসলে অস্তিত্বহীন বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়। দড়ি কিশোরপুর ভেন্ডারপাড়া দাখিল মাদ্রাসারও কোনকিছু পাওয়া না যাওয়ায় অস্তিত্বহীন মন্তব্য করা হয়।

গোড়াই পিয়ার পিয়ারিয়া দাখিল মাদ্রাসার ১১ জন শিক্ষকের মধ্যে ৮ জন উপস্থিত পাওয়া যায়। কোন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত পাওয়া যায়নি। উপস্থিত শিক্ষকরা জানান, আজ কোন ক্লাস হয়নি, কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এসে বইয়ের তালিকা নিয়ে গেছে। মাদ্রাসা সংলগ্ন জমির পরিমাণ কম। কাম্য ছাত্রছাত্রী ও আসবাবপত্র না থাকায় পরিদর্শনের কথা শুনে মাদ্রাসা সুপার গা ঢাকা দিয়েছেন।

বজরা ইউনিয়নের বিরহিম দাখিল মাদ্রাসা আকস্মিক পরিদর্শনের দিন কোন ছাত্র পাওয়া যায়নি। মাদ্রাসাটিতে লেখা-পড়ার কোন সুষ্ঠু পরিবেশ নেই।

দলদলিয়া ইউনিয়নের কর্পুরা করিমিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় শিক্ষক হাজিরা খাতায় ১৩ জন শিক্ষকের সই পাওয়া গেলেও উপস্থিত পাওয়া যায় ৯ জনকে। কোন ছাত্রী উপস্থিত পাওয়া যায়নি, শ্রেণী পাঠদানের কোন নমুনাও পাওয়া যায়নি।

ধরনীবাড়ি ইউনিয়নের মধুপুর সরকার-পাড়া হারিফিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ১২ জন শিক্ষক উপস্থিত পাওয়া গেলেও কোন শিক্ষার্থী দেখা যায়নি। হাজিরা খাতায় ৯৫ জন শিক্ষার্থীর নাম রয়েছে। স্থানীয় জনগণের রিপোর্ট অনুযায়ী মাদ্রাসাটিতে কোন লেখাপড়া হয় না। পরিদর্শন টিমের খবর পেয়ে শিক্ষক ও কর্মচারীরা মাদ্রাসায় এসে উপস্থিত হন। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২/৩ মাস যাবৎ কোন শিক্ষক এবং ছাত্র আসে না।

পাওল ইউনিয়নের জোর সয়ড়াহাট দাখিল মাদ্রাসাটিতে ১৩ জন শিক্ষক ও ২ জন কর্মচারী সরকারি অনুদান নেন। পরিদর্শনকালে ছাত্র উপস্থিত পাওয়া গেছে ২৯ জন। মাদ্রাসাটির কোন তহবিল নেই।

গুনাইগাছ ইউনিয়নের রাজবল্লভ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, ছাত্র-শিক্ষক কিছুই নেই। অথচ ১৩ জন শিক্ষকের নামে সরকারি অনুদান তোলা হতো। নামসর্বস্ব এই মাদ্রাসাটির কোন প্রয়োজন নেই বলে তদন্ত রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়।

গুনাইগাছ ইউনিয়নের পশ্চিম কালুডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসার জমিতে কোন ঘর-দরজা খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে জানা যায়, মাদ্রাসার গৃহাদি ভেঙে কালাম আজাদ মিয়া তার বাড়িতে রেখে দিয়েছেন।

বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের ফকির মোহাম্মদ সুলতানিয়া দাখিল মাদ্রাসায় গিয়ে একটি ঘরছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।

একই ইউনিয়নের সাতভিটা গনি মিঞা দাখিল মাদ্রাসায় গিয়ে ছাত্র-শিক্ষক কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বজরা ইউনিয়নের সাদুয়া-দামারহাট দাখিল মাদ্রাসা পরিদর্শন করে শিক্ষক-কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী, পরীক্ষার ফলাফলের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

বজরা পশ্চিমপাড়া দাখিল মাদ্রাসা ১টি কাঁচা টিনের ঘরে অবস্থিত। ১৩ জন শিক্ষকের মধ্যে ৬ জন উপস্থিত পাওয়া গেছে। ৭ জন অনুপস্থিত। শিক্ষার্থীর তথ্য প্রদর্শন করা হয়নি।

উলিপুর থানার উলিপুর ইউনিয়নের নিজাই খামার মহিলা দাখিল মাদ্রাসার ১৩ জন শিক্ষক, ১ জন পিয়ন ও ১ জন আয়া আছে। ছাত্রদের আবাসস্থলে ৬ জন এতিম ছাত্রের উপস্থিতি পাওয়া গেছে শুধু।

নারিকেলবাড়ি দাখিল মাদ্রাসায় শিক্ষক সংখ্যা ১৩ এবং কর্মচারী ১ জন। প্রথম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৫২ জন ছাত্র পাওয়া গেছে। মাদ্রাসাটিতে আসবাবপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে ৬টি বেঞ্চ। লেখাপড়ার কোন পরিবেশ নেই।

তবকপুর ইউনিয়নে উমানন্দ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসাটি একটিমাত্র কাঁচা ঘরে। একজন শিক্ষক ছাড়া সকল শিক্ষক অনুপস্থিত পাওয়া গেছে পরিদর্শনকালে। ছাত্রসংখ্যার কোন হিসাব দেয়া হয়নি। তাদের অসহযোগিতামূলক আচরণ লক্ষণীয়।

কাশির খামার দাখিল মাদ্রাসাটি একটি আধাপাকা দেয়াল টিনের ঘরে অবস্থিত। দুপুর ১২টায় পরিদর্শন করেও কোন শিক্ষক উপস্থিত পাওয়া যায়নি। ছাত্রসংখ্যার কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। আসবাবপত্রের মধ্যে ২৪ জোড়া বেঞ্চ, ৭টি ব্লাক বোর্ড এবং ২টি টেবিল রয়েছে।

তবকপুর উত্তরপাড়া কারামতিয়া দাখিল মাদ্রাসার চিহ্ন বহন করে একচালা ২৫ হাত বেড়াবিহীন ছাপড়া একটি ঘর। শিক্ষক-কর্মচারী কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রতিষ্ঠানটি চালু আছে বলে এমন কোন লক্ষণ নেই।

উত্তর সাদুল্লা কে.এম দাখিল মাদ্রাসার ঘরের বেড়া ও আসবাবপত্র কিছুই নেই শ্রেণী কার্যক্রম চালু আছে বলে মনে হয় না।